ভর্তিযুদ্ধ ॥ অর্জন বনাম ব্যর্থতা

মো.আরিয়ান হাসান দিগন্ত

প্রকাশিত: ২১:৩৬, ১৯ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশের এডমিশন টেস্ট বলতে গেলে একটা মহামারির মতো আতঙ্ক। আর যারা পরীক্ষা দেয় তাদের সকলেই এই মহামারীর অংশীদার। যেখানে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটা আসন নিজের করে নেওয়া খুব সহজ নয়। স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার জন্য নিজেকে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। কেউ কেউ ভর্তির প্রস্তুতির জন্য মোটা অংকের টাকা দিয়ে যেকোনো নামধারী কোচিং-এর সান্নিধ্যে থাকে। কেউবা অর্থের অভাবে সেটিও পারে না। নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য মূল বইয়ের বাইরে কিনতে হয় একাধিক প্রশ্ন ব্যাংক, বিভিন্ন লেখকের বই। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার স্বপ্ন দেখলেও অর্থের অভাবে তাকে উপনীত হতে হয় বাস্তবতার এক কঠিন অধ্যায়ে। এমনকি উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষার ফলের অপেক্ষার আড়ালেও তাঁকে নিতে হচ্ছে ভর্তি প্রস্তুতি।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা নির্ধারিত ছিল ৫৪,৯৩৬টি, যেখানে সারা বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৩১ হাজার ৫৮ জন। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, উল্লিখিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে যদি কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ জন হয়, তাহলে প্রতিটি আসনের জন্য প্রায় ১৯ জন শিক্ষার্থীকে লড়তে হয়েছে। যদিও অনেক শিক্ষার্থীর আবেদনের ন্যূনতম জিপিএ না থাকায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারেনি।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের একজন শিক্ষার্থী ছিলাম আমি। বাস্তবতা, সমাজ আর ব্যর্থতা খুব দারুণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি এই এডমিশন সময়ে। একটা চিরন্তন আখ্যান এই যে, ব্যর্থতা আর শোকের বিন্দুমাত্র ভাগও কেউ নিতে চায় না। একজন ভর্তি অন্বেষণকারী হিসেবে আমার তখন হুমায়ূন আহমেদের একটা লাইন খুব বেশি মনে পড়তো: ‘যত্ন করে কাঁদানোর জন্য খুব আপন মানুষগুলোই যথেষ্ট।’ আর যখন একাধারে ব্যর্থতা আসবে, মানুষ এবং সমাজ কখনোই তার পরিশ্রমকে ঘুণাক্ষরেও দেখবে না। বরং পরিবার ও সমাজের আশপাশের মানুষগুলো সেই ব্যর্থ মানুষটিকে আরও বিক্ষত করার জন্য দিনরাত কৈফিয়ত চাইবে। তখন একজন ভর্তিযোদ্ধা যেন ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকে তার আত্মবিশ্বাস, আশা আর জমানো স্বপ্নগুলো। সমাজের দৃষ্টিতে তাকে হেরে যেতে হয় ঠিকই, আদতে সে যে একজন অধ্যবসায়ী- তার খবর কেউ রাখে না।
নিজের ব্যর্থতায় খুব আপন মানুষের কাছেও পাওয়া যায় না। টনক নড়ে না তাদের সুতীক্ষ বিবেকেরও।
যে ব্যর্থতার সুর একান্তই নিজের। কিন্তু ব্যর্থতার আড়ালেও কিছু সংগ্রাম হয়তো কখনো কারও চোখে পড়বে না। যা আমৃত্যু থেকে যাবে অনন্ত বোবা হয়ে। এই যেমন, মেসে থেকে পড়াশোনা করা, আড়াই মিলের নির্ভুল হিসেব, আর্থিক সমস্যা, মানসিক চাপসহ কত কী বাধায়ই না পার হতে হয়েছে। যা শুধু একজন ভর্তি যোদ্ধাই বলতে পারবে। অথচ কোথাও ভর্তির সুযোগ না পাওয়া মানে আগের সকল

কৃতিত্বই যেন মুছে যাওয়া। এমনকি কথিত গোল্ডেন এ-প্লাসগুলোও ক্রমশই সিলভারে রূপ নিতে থাকে।

এর মানে এই যে, অর্জিত সকল কৃতিত্বই যেন তার স্ব স্ব সৌন্দর্য হারায়। কিন্তু এর বিপরীতে, যারা ভর্তি পরীক্ষায় শুধু একটি আসন দখলের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, শত ভুল থাকা সত্ত্বেও সমাজের দৃষ্টিতে কেবল তারাই সফল। পরিশ্রমের সমানুপাতিক মূল্যায়ন যেন এখানে বিস্মৃত। প্রতি বছর এভাবেই শেষ হয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাগুলো। কিন্তু প্রতিযোগিতার এই রূঢ় বাস্তবতায় হারিয়ে যায় অসংখ্য অচেনা সংগ্রামের স্বপ্ন।

লেখক : শিক্ষার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা